গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
www.dam.barisaldiv.gov.bd

স্মারক নং-১২.০২.১০০০.২২১.০৬.০১০.২১-৩৭৩ তারিখঃ ১২/০৫/২০২৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ এপ্রিল/২০২৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।
সূত্র: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার ০৭/০৫/২০২৬ তারিখের ৩৩৪ সংখ্যক স্মারক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের আলোকে বরিশাল বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয় এর এপ্রিল/২০২৬ ইং মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ইহা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>১।</td><td colspan="3">প্রশাসন ও হিসাব, ফিল্ড সার্ভিস, প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় এবং সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন:</td></tr>
<tr><td>১.</td><td>১.১। জমির মালিকানা সংক্রান্ত:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল জমির নামজারি সম্পন্নকরণের তথ্যাদি/প্রতিবেদন পর্যালোচনা দেখা যায়, ফিল্ড পর্যায়ে এখনও সকল জমির নামজারি সম্পন্ন হয়নি। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সকল জমির হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধপূর্বক মহাপরিচালক/ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর নামে নামজারী সম্পন্নকরণের জন্য এবং যে সকল জমির নামজারীর সমস্যা আছে সেগুলো দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন/ব্যবহারাধীন মালিকানাধীন সকল জমির হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধপূর্বক মহাপরিচালক/ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর নামে নামজারী সম্পন্ন করতে হবে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের নামজারী সম্পন্ন হয়নি তার কারণ সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন নিম্নোক্ত ছক-১ অনুযায়ী পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে:
<table>
<tr><th>বিভাগ ও জেলা</th><th>স্থাপনার নাম</th><th>নামজারীর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ</th><th>সমস্যা</th></tr>
<tr><td>পিরোজপুর</td><td>অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার</td><td>নামজারীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</td><td></td></tr>
<tr><td>ভোলা</td><td>অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার</td><td>নামজারীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</td><td></td></tr>
</table></td><td>● বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর ও ভোলা জেলার নামজারীর কাজ মহাপরিচালক মহোদয়ের নামে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।</td></tr>
<tr><td></td><td>১.৩। ডি নথির ব্যবহার:

ডি-নথি ব্যবহারের হার কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার (ন্যূনতম ৮৫%) তুলনায় এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনেক কম (৬৫.৪৯%) । এ বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে ডি-নথি ব্যবহারের হার ৮৫% এর</td><td>কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে ডি-নথি ব্যবহারের হার ৮৫% এর উর্ধ্বে রাখতে হবে। শাখা ভিত্তিক ডি-নথির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযুক্তি ছক-৩ অনুযায়ী পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>● বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে ডি-নথির ব্যবহার নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>উর্ধ্বে রাখার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>১.৬। প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষণ কর্মীদের কাজের মান ও কর্মক্ষমতা উন্নত করতে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তবে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা প্রয়োজন, যেমন: কার জন্য কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা বিশ্লেষণপূর্বক প্রশিক্ষণ মডিউল ও সিডিউল প্রণয়ন, প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষক নির্বচন ইত্যাদি। গুনগত মান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্তির বিষয়ে সভাপতি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সমাপ্ত ও অসমাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংযুক্তি ছক-৬ অনুযায়ী পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>● বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষন কার্যাক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>২।</td><td colspan="3">বাজার সংযোগ, গবেষণা, রপ্তানী উন্নয়ন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন:</td></tr>
<tr><td></td><td>২.১। বাজারদর:
সভায় বাজারদর সংক্রান্ত সার্বিক তথ্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ওঠানামা, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। বাজার তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করা, সঠিক তথ্য সংগ্রহ, কৃষক পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিদিনের বাজারদর হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।</td><td>১। প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যার বিপরীতে কয়টি বাজারের দর সংগ্রহ করা হচ্ছে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করতে হবে:

<table><tr><td>প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা</td><td>দর সংগ্রহ করা হচ্ছে এরুপ বাজারের সংখ্যা</td><td>ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত দর সংশ্লিষ্ট বাজারের সংখ্যা</td></tr><tr><td>৯৫</td><td>২৪</td><td>০৭</td></tr></table>
২। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দাম যেন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায় এবং মজুদদারগণ যেন অতিরিক্ত মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে বাজার তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ও জরিমানা সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৩। আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী জেলা কার্যালয়ের পাশাপাশি উপজেলা কার্যালয়সমূহ হতেও বাজারদর আপলোড করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>২। কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর আওতায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহে এপ্রিল/২৬ ইং মাসে মোট ০৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ৮০,০০০.০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

৩। উপজেলা কার্যালয় হতে বাজারদর আপলোড করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</td></tr>
</table>

	২.২। রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায়, কৃষি বিপণন লাইসেন্স বাবদ আয় এবং বিভিন্ন মার্কেট থেকে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায়, কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদানজনিত আয় এবং অধিদপ্তরের আওতাধীন মার্কেটসমূহের আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ ও হালনাগাদ হিসাব নিয়মিতভাবে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। একই সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বরিশাল বিভাগের আওতাধীন জেলা সমূহে এপ্রিল/২৬ ইং মাসে মোট ২,৩৮,১০০.০০ টাকা রাজস্ব আদায় সাপেক্ষে কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ● এপ্রিল/২০২৬ খ্রিঃ পাবা গৈলা মার্কেটের দোকান ভাড়া বাবদ ৬,৭৫০.০০ টাকা আদায় করে জমা প্রাদান করা হয়েছে।
	২.৩। রপ্তানী উন্নয়ন সভায় কৃষিপণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রপ্তানি প্রক্রিয়ার জটিলতা নিরসনের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১। প্রয়োজনীয় তথ্যসহ কৃষিপণ্য রপ্তানীকারকদের ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে। ২। রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়ে করণীয় সম্পর্কিত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে।	প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩	**আইসিটি, নীতি ও পরিকলপনা এবং গুদাম ব্যবস্থাপনা:**		
	৩.১। নীতি ও পরিকলপনা সভায় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, কৃষি ও কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিত মনিটরিং বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।	১। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, কৃষি ও কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ২। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ স্ব-স্ব বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের নির্মাণ/সংস্কার কাজে গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিংপূর্বক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করবেন। ৩। মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ (সদর দপ্তর/বিভাগ/জেলা/উপজেলা) প্রকল্প/কর্মসূচির অবকাঠামো পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বরিশাল বিভাগে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে। ৩। জেলা কর্মকর্তাদের উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নিয়মিত

			ভাবে যাচাই-বাছাই পূর্বক ভ্রমণ বিল সমূহ অনুমোদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	৩.২। শস্য গুদাম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	শস্য গুদামের সামগ্রীক তথ্যাদি (সংখ্যা, ধারণক্ষমতা, শস্য জমার পরিমান, আয়-ব্যয়, জনবল ইত্যাদি) সংযুক্তি ছক-৭ অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সংযুক্তি ছক-৭ এ তথ্য প্রেরন করা হলো।
	মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা: সভায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থ,বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস, বিদ্যুতের অপচয় রোধ এবং জ্বালানি ব্যবহারে সংযম প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।	১। অফিসে যথাযসময়ে উপস্থিতি, সরকারি অর্থ ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে অতি সম্প্রতি জারিকৃত সরকারি নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। ২। অপ্রয়োজনীয় সরকারি অর্থ ব্যয় ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধে নির্দেশনা অনুসরণ এবং নিয়মিত তদারকি জোরদার করতে হবে। ৩। অপ্রয়োজনীয় লাইট, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনারসহ সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখতে হবে। করিডোর, সিড়ি ও ওয়াশরুমে অপ্রয়োজনীয় বাতি বন্ধ রাখতে হবে। অফিস শেষে সব ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি) বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে। ৪। জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার পরিহার করতে হবে। ৫। অফিস কক্ষ, করিডোর, ওয়াশরুম, সিঁড়ি ইত্যাদি স্থান নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।	প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন সকল কার্যালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.০। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এস. এম. মাহবুব আলম)
উপপরিচালক (দাঃ প্রাঃ)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও নিস্পত্তির আগ্রগতি “ছক” (সংযুক্তি-৫)

প্রারম্ভিক জের	অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা			আপত্তির মোট সংখ্যা	মোট টাকার পরিমাণ	বর্তমান মাসে নিস্পত্তি	মোট অনিস্পন্ন
	সাধারন	অগ্রিম	প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রাপ্ত				
০১	-	-	-	-	-	-	-

বরিশাল বিভাগে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য না থাকায় শূণ্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় সমাপ্ত ও অসামাপ্ত প্রসিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ/সেমিনার কার্যক্রমের তালিকা। (সংযুক্ত-০৬)

ক্র নং	অনুমোদিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ/সেমিনার (ব্যাচ)		সমাপ্ত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ/সেমিনার (ব্যাচ)		প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ/সেমিনার (ব্যাচ)		মন্তব্য
	প্রশিক্ষণ	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	প্রশিক্ষণ	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	প্রশিক্ষণ	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	প্রশিক্ষণ	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	১০	-	০৫	-	৭১	-	০৫	-	

শস্য গুদাম সংক্রান্ত তথ্য (সংযুক্তি-০৭)

১। শস্য জমার পরিমান

শস্য গুদামের সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের শস্য জমার পরিমান	জুলাই-২০২৫ – মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ১টি গুদামে শস্য জমার পরিমান	মার্চ-২০২৫ মাসে ১ টি গুদামদের শস্য জমার পরিমান	মার্চ ২০২৬ মাসে ১টি গুদামে শস্য জমার পরিমান	মন্তব্য
১	৬.৮৫ মেট্রিক টন	১০ কুইন্টাল	-	-	

২। শস্য গুদামের আয় ও ব্যয়

২০২৪-২৫ অর্থবছর		জুলাই-২০২৫ – মার্চ ২০২৬		মার্চ, ২০২৫		মার্চ, ২০২৬		মার্চ ২০২৬ মাসে স্থিতি
১০,৫০০/-	৯,৫০০/-	২,০০০/-	৭০০/-	-	-	-	-	৩৩২৬/-

৩। মার্চ, ২০২৫ ও মার্চ, ২০২৬ মাসে গুদামভিত্তিক তথ্য

জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুদামের নাম	ধারনক্ষমতা (কুইন্টাল)	মার্চ ২০২৫ মাসে শস্য জমা (কুইন্টাল)	মার্চ ২০২৬ মাসে শস্য জমা (কুইন্টাল)	মার্চ ২০২৬ মাসে গুদামের ধারন ক্ষমতার ব্যবহার (%)	জমাকৃত শস্যের নাম
ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	পাঁজিপুঁথি পাড়া গুদাম	২৫০ মেট্রিক টন	-	-	৫%	আমন ধান